সবার জন্য ইসলাম

আমার সূরাগুলো

এগারোটি ছোট সূরা: এদের অর্থ কী এবং আজ তোমাকে কী বলে

11 টি পাঠ

- প্রতিটি পাঠে: তরুণদের নিয়ে তিন অংশের একটি গল্প এবং আলোচনার প্রশ্ন।
- কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস: আরবি, উচ্চারণ ও অর্থ।
- ছয়টি প্রশ্ন, মনে রাখো, শব্দ খোঁজো এবং ৭টি পার্থক্য।

Fatih Koçoğlu

Islam voor Iedereen · বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা

সূচিপত্র

1 **আল-ফাতিহা** · সূরা ১ · সূচনা

2 **আল-ইখলাস** · সূরা ১১২ · একনিষ্ঠতা

3 **আল-ফালাক** · সূরা ১১৩ · ভোর

4 **আন-নাস** · সূরা ১১৪ · মানুষ

5 **আল-কাওসার** · সূরা ১০৮ · প্রাচুর্য

6 **আল-আসর** · সূরা ১০৩ · সময়

7 **আল-কাফিরুন** · সূরা ১০৯ · স্পষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল

8 **আন-নাসর** · সূরা ১১০ · সাহায্য ও বিজয়

9 **আল-ফিল** · সূরা ১০৫ · হাতি

10 **কুরাইশ** · সূরা ১০৬ · কৃতজ্ঞতা

11 **আল-মাসাদ** · সূরা ১১১ · খেজুর আঁশের দড়ি

একটি পাঠ কীভাবে ব্যবহার করবে

- গল্পটি একসাথে অংশ অংশ করে পড়ো। প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করো।
- “তুমি কি জানো?” এবং আয়াতটি পড়ো: প্রথমে আরবি, তারপর উচ্চারণ, তারপর অর্থ।
- তারপর: ছয়টি প্রশ্ন, মনে রাখো, এবং ভাবো ও লেখো।
- শেষ পৃষ্ঠা: শব্দ খোঁজো এবং ৭টি পার্থক্য।

আমার এগারোটি সূরা

1. **আল-ফাতিহা (১)** সূচনা: আল্লাহর প্রশংসা ও সরল পথের প্রার্থনা
2. **আল-ইখলাস (১১২)** আল্লাহ এক, কেউ তাঁর মতো নয়
3. **আল-ফালাক (১১৩)** বাইরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়
4. **আন-নাস (১১৪)** অন্তরের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয়
5. **আল-কাওসার (১০৮)** আল্লাহ নবীকে অনেক কল্যাণ দিয়ে সান্ত্বনা দেন
6. **আল-আসর (১০৩)** সময়কে ভালোভাবে কাজে লাগাও
7. **আল-কাফিরুন (১০৯)** ঈমানে স্পষ্ট, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল
8. **আন-নাসর (১১০)** সাফল্যের পর: কৃতজ্ঞতা ও বিনয়
9. **আল-ফিল (১০৫)** আল্লাহ হাতির বাহিনী থেকে কাবা রক্ষা করেন
10. **কুরাইশ (১০৬)** খাবার ও নিরাপত্তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা
11. **আল-মাসাদ (১১১)** টাকা ও পরিবার বাঁচাতে পারে না: তোমার কাজই আসল

নাম: ..... তারিখ: .....

আল-ফাতিহা

পাঠ 1 · সূরা ১ · সূচনা

📖 **গল্প: আল-ফাতিহা**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – দিনে সতেরো বার

বিলালের বয়স ষোলো। একদিন সে গোনে দিনে কতবার ফাতিহা পড়ে। ফজরে দুই রাকাত, যোহরে চার, আসরে চার, মাগরিবে তিন, এশায় চার। বোন আমিরাকে বলে: "সতেরো বার! প্রতিদিন একই সাতটি বাক্য।" আমিরা হাসে। "আর জানো এগুলোর মানে কী?" বিলাল দ্বিধা করে। আরবি শব্দগুলো সে খুব ভালো জানে। অর্থ অনেক কম। সেই রাতে সে খুঁজে দেখে।

☆ ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না।

দ্বিধা = বলার আগে সংশয় · **অর্থ** = কোনো কিছুর মানে

অংশ 2 – আল্লাহর সাথে কথোপকথন

বিলাল অনুবাদ পড়ে। প্রথম আয়াতগুলো প্রশংসা: আল্লাহ জগৎসমূহের রব, পরম করুণাময়, বিচার দিবসের মালিক। তারপর একটি অঙ্গীকার: আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই। আর শেষে একটি প্রার্থনা: আমাদের সরল পথ দেখাও। আমিরা একটি হাদিস বলে: আল্লাহ ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের জবাব দেন। "যখন তুমি বলো: সব প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।" বিলাল চুপ হয়ে যায়। "তাহলে আসলে এটা একটা কথোপকথন।"

☆ ফাতিহা তোমার ও আল্লাহর মধ্যে একটি কথোপকথন।

প্রশংসা = কারও সম্পর্কে ভালো বলা · **অঙ্গীকার** = নিশ্চিতভাবে কিছু করার কথা দেওয়া

অংশ 3 – আরও ধীরে

পরদিন সকালে বিলাল ফজর পড়ে। প্রথমবার সে ধীরে ফাতিহা পড়ে। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম-এ সে তার পরীক্ষা, বন্ধুদের, আর যে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে সেগুলোর কথা ভাবে। সরল পথ: এটাই তার দরকার। নামাজের পর আমিরাকে বলে: "সতেরো বছর ধরে আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়ছি।" আমিরা হাসে: "তোমার বয়স ষোলো।" বিলাল বলে: "তবুও।"

☆ ফাতিহা ধীরে পড়ো এবং অর্থ নিয়ে ভাবো।

সরল পথ = জীবনের সঠিক পথ · **সিদ্ধান্ত** = দুটির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া

💬 **চলো কথা বলি:** ফাতিহার কোন আয়াতে তুমি সবচেয়ে বেশি থামতে চাও? কেন?

💡 তুমি কি জানো? – আল-ফাতিহা

- ফাতিহা মানে সূচনা। এটি কুরআনের শুরুতে।
- একে উম্মুল কুরআন, কুরআনের মা-ও বলা হয়, কারণ পুরো বার্তা এতে একত্র।
- ফাতিহার পর আমরা বলি আমীন: হে আল্লাহ, কবুল করো।

📖 সূরা আল-ফাতিহা

সূরা 1 · 7 আয়াত · মাক্কি

1

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Bismillaahir-rahmaanir-rahim

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

2

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Al-hamdu lillaahi rabbil-'aalamin

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

3

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Ar-rahmaanir-rahim

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

4

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

Maaliki yawmid-din

বিচার দিনের মালিক।

5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in

আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই।

6

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

Ihdinas-siraatal-mustaqim

আমাদের সরল পথ দেখাও,

7

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

Siraatal-ladhina an'amta 'alayhim, ghayril-maghdubi 'alayhim wa lad-daalin

তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের নয় যারা ক্রোধের পাত্র এবং যারা পথভ্রষ্ট।

আল-ফাতিহা

পাঠ 1 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. বিলাল দিনে কতবার ফাতিহা পড়ে?

- ◯ পাঁচ বার
- ◯ সতেরো বার

2. ফাতিহা মানে কী?

- ◯ সূচনা
- ◯ হাতি

3. কুরআনে ফাতিহা কোথায়?

- ◯ শেষে
- ◯ শুরুতে

4. প্রতি আয়াতে আল্লাহ কী করেন?

- ◯ চুপ থাকেন
- ◯ জবাব দেন

5. বিলাল কেন সরল পথ চায়?

- ◯ তার সাইকেলের জন্য
- ◯ তার সিদ্ধান্তগুলোর জন্য

6. ফাতিহার পর আমরা কী বলি?

- ◯ আল্লাহু আকবার
- ◯ আমীন

☆ **মনে রাখো:** ফাতিহা কুরআন ও প্রতিটি নামাজের সূচনা।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. ফাতিহায় তুমি আল্লাহর কাছে কী চাও?

.....

.....

.....

2. ফাতিহা ধীরে পড়া কেন ভালো?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 1 · আল-ফাতিহা

🔤 শব্দ খোঁজো

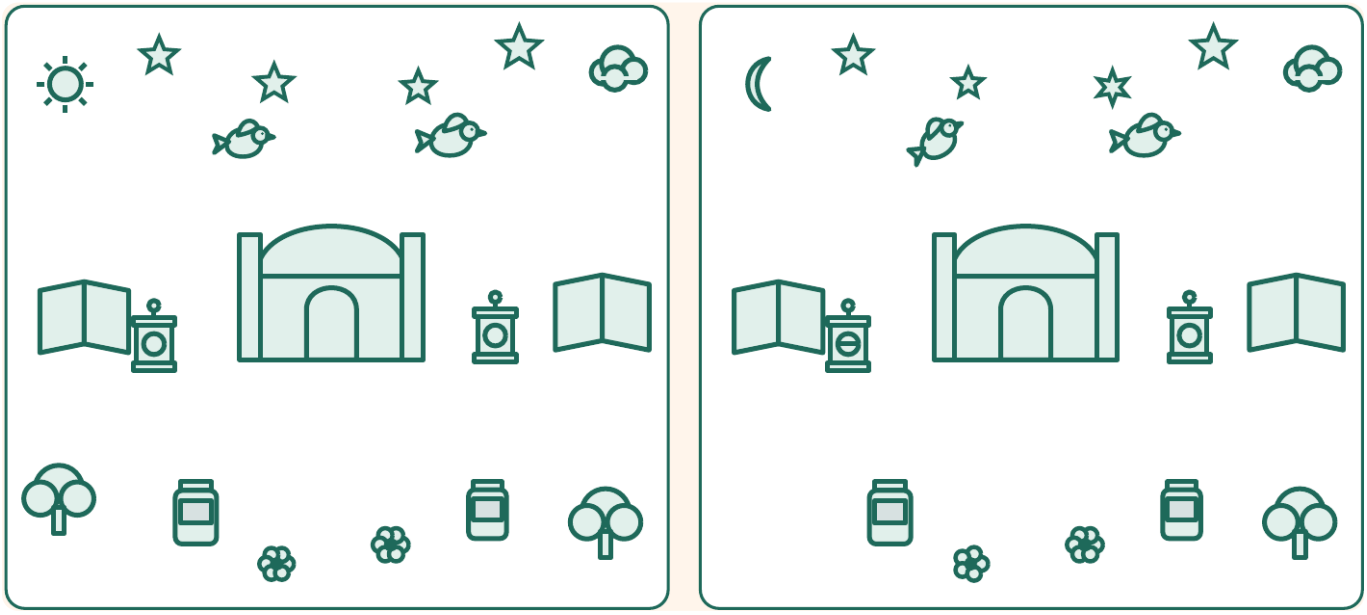
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

R	T	J	S	N	B	A	O	N	J	R
A	F	A	I	L	B	I	L	A	L	J
B	J	N	I	O	H	O	S	S	T	N
L	I	A	M	I	N	H	O	U	H	A
I	O	A	F	A	T	I	H	A	O	M
P	R	O	S	H	O	N	G	S	A	A
H	O	O	A	M	I	R	A	M	N	Z
C	A	O	F	C	S	O	P	O	T	H
U	A	N	C	C	M	A	A	H	H	N
C	S	A	H	A	J	J	O	L	O	O
M	I	I	J	S	U	C	H	O	N	A

☐ PROSHONGSA ☐ SUCHONA ☐ SAHAJJO ☐ FATIHA ☐ BILAL ☐ AMIRA ☐ NAMAZ ☐ POTH ☐ AMIN ☐ RAB

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আল-ইখলাস

পাঠ 2 · সূরা ১১২ · একনিষ্ঠতা

📖 **গল্প: আল-ইখলাস**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – ইন্টার্নশিপে একটি প্রশ্ন

ইলিয়াস একটি গ্যারেজে ইন্টার্নশিপ করে। বিরতিতে সহকর্মী কেভিন জিজ্ঞেস করে: “তোমার খোদা দেখতে আসলে কেমন?” এক মুহূর্ত ইলিয়াস জানে না কী বলবে। তারপর বলে: “আমাদের চেনা কোনো কিছুর মতো নন। তাঁর মতো কিছুই নেই।” কেভিন মাথা নাড়ে। “কল্পনা করা কঠিন।” ইলিয়াস বলে: “ঠিক। আর তার দরকারও নেই।”

☆ আল্লাহর মতো কিছু নেই, কেউ নেই।

ইন্টার্নশিপ = কর্মস্থলে শেখা · **কল্পনা** = মনে ছবি আঁকা

অংশ 2 – একই প্রশ্ন, অনেক আগে

বাড়িতে মা বলেন, নবীকেও একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা বলেছিল: “তোমার রবের বর্ণনা দাও।” তখন সূরা ইখলাস নাযিল হয়। সবকিছু চারটি ছোট আয়াতে: আল্লাহ এক। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সন্তান নেই, বাবা-মা নেই। কেউ তাঁর সমতুল্য নয়। মা বলেন: “তাই নবী বলেছেন এই সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।”

☆ ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

বর্ণনা = কিছু কেমন তা বলা · **সমতুল্য** = সমান

অংশ 3 – কেভিনের জন্য উত্তর

পরদিন ইলিয়াস অর্থের চারটি বাক্য একটি কাগজে লেখে। কেভিনকে দেয়। কেভিন দুবার পড়ে। বলে: “ছোট আর পরিষ্কার। এটা দিয়ে কিছু বুঝতে পারি।” ইলিয়াস খুশি। সে কঠিন কিছু বলেনি, শুধু আল্লাহ নিজের সম্পর্কে যা বলেন তা। সেই রাতে ঘুমানোর আগে সে তিনবার ইখলাস পড়ে, যেমন নবী করতেন।

☆ ইখলাস: আল্লাহ এক, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

পরিষ্কার = বোঝা সহজ · **কাগজ** = লেখা ছোট টুকরো

💬 **চলো কথা বলি:** নিজের ভাষায় বন্ধুকে কীভাবে বোঝাবে আল্লাহ কে?

💡 **তুমি কি জানো? – আল-ইখলাস**

- ইখলাস মানে একনিষ্ঠতা: তোমার ঈমান খাঁটি, শুধু আল্লাহর জন্য।
- নবী বলেছেন, যে তিনবার ইখলাস পড়ে সে পুরো কুরআনের সওয়াব পায়।
- অনেক মুসলিম ঘুমানোর আগে ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে।

📖 সূরা আল-ইখলাস

সূরা 112 · 4 আয়াত · মাক্কি

1

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

Qul huwal-laahu ahad

বলো: তিনি আল্লাহ, এক।

2

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

Allaahus-samad

আল্লাহ, যাঁর কাছে সবাই মুখাপেক্ষী।

3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam yalid wa lam yulad

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি,

4

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

Wa lam yakun lahu kufuwan ahad

এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আল-ইখলাস

পাঠ 2 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. ইলিয়াস কোথায় ইন্টার্নশিপ করে?

- ◯ বেকারিতে
- ◯ গ্যারেজে

2. কেভিন কী জিজ্ঞেস করে?

- ◯ খোদা দেখতে কেমন
- ◯ কটা বাজে

3. ইখলাসে কয়টি আয়াত?

- ◯ সাতটি
- ◯ চারটি

4. আল্লাহর কি কাউকে দরকার?

- ◯ না, কাউকে না
- ◯ হ্যাঁ, ফেরেশতাদের

5. ইখলাসের মূল্য কত?

- ◯ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ
- ◯ কুরআনের অর্ধেক

6. ইখলাস মানে কী?

- ◯ সূচনা
- ◯ একনিষ্ঠতা

☆ **মনে রাখো:** আল্লাহ এক এবং কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. নিজের ভাষায় বলো ইখলাস আল্লাহ সম্পর্কে কী বলে।

.....

.....

.....

2. এই সূরা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 2 · আল-ইখলাস

🔡 শব্দ খোঁজো

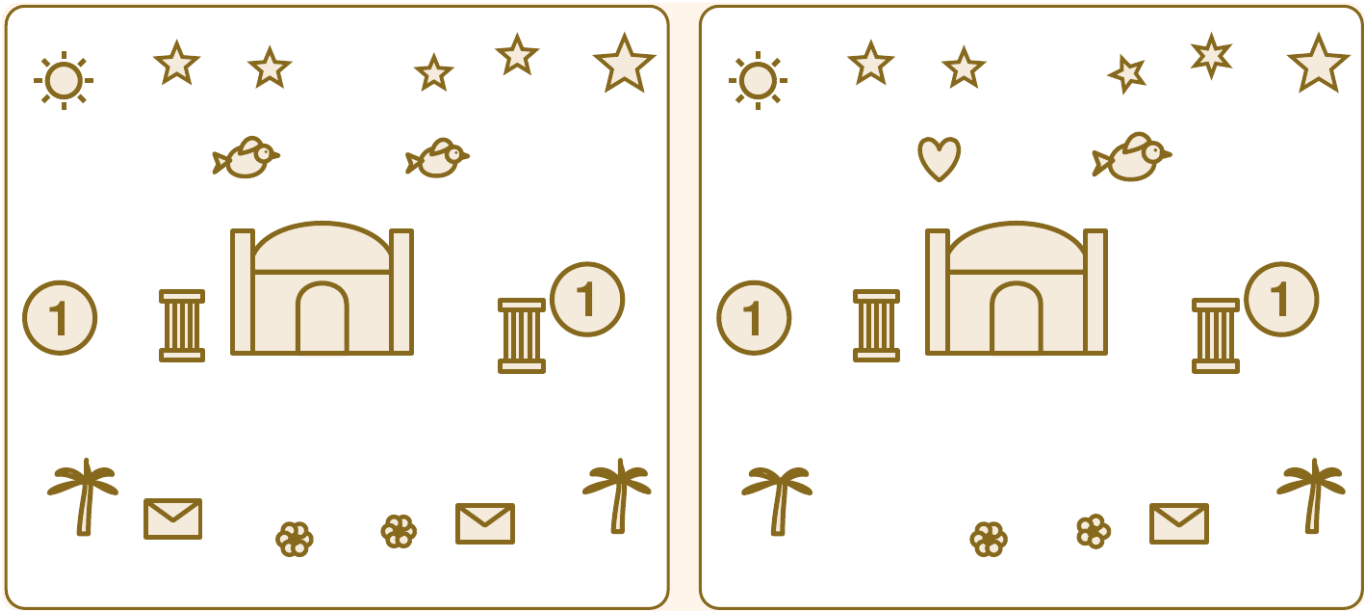
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

I	E	H	A	A	N	A	O	Y	G	R
L	A	G	A	R	A	G	E	I	I	R
Y	T	O	L	K	E	V	I	N	Y	L
A	S	A	Y	A	T	S	I	T	K	I
S	S	I	K	H	L	A	S	H	A	K
K	A	T	Y	S	Y	T	A	O	G	Y
H	S	G	I	K	Y	S	A	V	O	N
A	O	K	K	G	O	A	T	A	J	O
T	M	T	R	I	T	I	Y	O	E	K
I	A	S	R	H	I	E	M	A	Y	H
S	N	A	E	K	A	A	A	J	I	E

☐ TRITIYO ☐ IKHLAS ☐ GARAGE ☐ ILYAS ☐ KEVIN ☐ KHATI ☐ KAGOJ ☐ SOMAN ☐ AYAT ☐ EK

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আল-ফালাক

পাঠ 3 · সূরা ১১৩ · ভোর

📖 **গল্প: আল-ফালাক**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – অন্ধকারে ভয়

হানায়ের বয়স পনেরো। সে লাইব্রেরি থেকে দেরিতে বাড়ি ফেরে। নভেম্বর মাস, পাঁচটায় অন্ধকার। রাস্তায় একদল ছেলে দাঁড়িয়ে। তার বুক ধড়ফড় করে। সে হাঁটতে থাকে আর নানির শেখানো শব্দগুলো আস্তে ফিসফিস করে: কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। শান্তভাবে এগিয়ে যায়। বাড়িতে দরজা বন্ধ করে গভীর শ্বাস নেয়।

☆ ভয় পেলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

লাইব্রেরি = বই ধার নেওয়ার জায়গা · **ফিসফিস** = খুব আস্তে কথা বলা

অংশ 2 – এর মানে কী?

খাবার টেবিলে হানায়ে বাবাকে বলে। বাবা সূরাটা বোঝান। “ফালাক মানে ভোর, যখন আলো রাতের অন্ধকার চিরে বেরিয়ে আসে। তুমি সেই আলোর রবের কাছে আশ্রয় চাও। সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, জাদু থেকে আর হিংসুকের হিংসা থেকে।” হানায়ে জিজ্ঞেস করে: “হিংসাও?” বাবা বলেন: “হ্যাঁ। হিংসা অনেক কিছু নষ্ট করতে পারে।”

☆ আল-ফালাক: বাইরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়।

ভোর = সকালের প্রথম আলো · **হিংসা** = অন্যের কিছু থাকুক তা না চাওয়া

অংশ 3 – ভয় নয়, বুদ্ধি

বাবা আরও বলেন: “সূরা তোমার বুদ্ধির বিকল্প নয়। আলোকিত পথে হাঁটো, দেরি হলে ফোন করো, পারলে সাথে কাউকে নাও।” হানায়ে মাথা নাড়ে। পরের বার সে বান্ধবী নোরাকে সাথে আসতে বলে। পথে সে নোরাকে ফালাকের অর্থ শেখায়। নোরা বলে: “সুন্দর। যে আলো রাত চিরে বেরোয়।”

☆ আল্লাহর ওপর ভরসা করো এবং বুদ্ধি ব্যবহার করো।

বুদ্ধি = বিবেচনা করে ভাবা · **আলোকিত** = বাতি আছে এমন

💬 **চলো কথা বলি:** কখন তুমি অনিরাপদ বোধ করো? তখন মন ও বুদ্ধি দিয়ে কী করতে পারো?

💡 তুমি কি জানো? – আল-ফালাক ও আন-নাস

- ফালাক ও নাসকে একসাথে মুআওয়িযাতাইন বলে: আশ্রয়ের দুটি সূরা।
- নবী প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে এগুলো পড়ে হাতে আলতো ফুঁ দিতেন।
- দুটিই শুরু হয় কুল আউযু দিয়ে: বলো, আমি আশ্রয় চাই।

📖 সূরা আল-ফালাক

সূরা 113 · 5 আয়াত · মাক্কি

1

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ

Qul a'udhu birabbil-falaq

বলো: আমি আশ্রয় চাই ভোরের প্রতিপালকের কাছে,

2

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

Min sharri maa khalaq

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,

3

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Wa min sharri ghaasiqin idhaa waqab

অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়,

4

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ

Wa min sharrin-naffaathaati fil-'uqad

গিঁটে ফুঁ দেওয়া জাদুকরদের অনিষ্ট থেকে,

5

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Wa min sharri haasidin idhaa hasad

এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

আল-ফালাক

পাঠ 3 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. হানায়ে কোথা থেকে আসে?

- ◯ খেলার মাঠ থেকে
- ◯ লাইব্রেরি থেকে

2. ফালাক মানে কী?

- ◯ রাত
- ◯ ভোর

3. কী অনেক কিছু নষ্ট করতে পারে?

- ◯ হিংসা
- ◯ আলো

4. হানায়েকে শব্দগুলো কে শিখিয়েছেন?

- ◯ নানি
- ◯ শিক্ষিকা

5. আর কী ব্যবহার করা উচিত?

- ◯ বুদ্ধি
- ◯ ফোনের গেম

6. পরের বার হানায়ে কার সাথে যায়?

- ◯ একা
- ◯ নোরার সাথে

☆ **মনে রাখো:** কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক: আমি ভোরের রবের কাছে আশ্রয় চাই।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. ফালাকে তুমি কীসের থেকে আশ্রয় চাও?

.....

.....

.....

2. নিরাপদ থাকতে তুমি নিজে কী করতে পারো?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 3 · আল-ফালাক

🔤 শব্দ খোঁজো

শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

O	N	O	D	A	N	N	S	N	A	O
S	N	N	A	N	I	O	B	H	A	A
R	F	I	A	N	E	I	A	A	A	N
H	A	S	H	A	A	N	I	H	H	I
I	L	H	R	A	T	B	N	I	A	R
A	A	T	H	R	L	H	O	O	N	A
R	Q	O	L	A	L	O	R	I	A	P
L	N	O	A	N	P	R	A	N	E	O
A	H	I	N	G	S	H	A	T	R	D
L	D	A	I	A	A	P	O	N	H	S
O	A	A	A	N	I	R	N	O	B	G

☐ HINGSHA ☐ NIRAPOD ☐ ONISHTO ☐ FALAQ ☐ HANAE ☐ BHOR ☐ NORA ☐ NANI ☐ RAT ☐ ALO

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আন-নাস

পাঠ 4 · সূরা ১১৪ · মানুষ

📖 **গল্প: আন-নাস**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – একটি ছোট কণ্ঠ

মাঝরাতেও রায়ান ফোনে। কাল তার পরীক্ষা। মাথার ভেতর একটি ছোট কণ্ঠ বলে: “আর মাত্র একটা ভিডিও। এখনো সময় আছে।” দেড়টায় সে ফোন রাখে। পরীক্ষা খারাপ হয়। বড় ভাই আদমকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: “আমি সবসময় এমন করি কেন?”

☆ একটি ছোট কণ্ঠ তোমাকে খারাপ সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে।

মাঝরাত = রাত বারোটা · **পরীক্ষা** = স্কুলের ছোট যাচাই

অংশ 2 – কুমন্ত্রণাদাতা

আদম হাসে। “এই ছোট কণ্ঠের কুরআনে একটা নাম আছে। আল-ওয়াসওয়াসিল খান্নাস: যে কুমন্ত্রণা দিয়ে লুকিয়ে যায়।” সে সূরা নাস বোঝায়। নাস, মানুষ, শব্দটা বারবার আসে। তুমি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাও। অন্তরের কুমন্ত্রণাদাতা থেকে। আদম বলে: “আল্লাহকে স্মরণ করলে সে পিছিয়ে যায়। আল্লাহর কথা ভাবলেই চুপ হয়ে যায়।”

☆ আল্লাহকে স্মরণ করলে কুমন্ত্রণাদাতা চুপ হয়।

ওয়াসওয়াস = কুমন্ত্রণাদাতা · **স্মরণ** = কারও কথা ভাবা, নাম নেওয়া

অংশ 3 – একটি পরিকল্পনা

রায়ান একটি পরিকল্পনা করে। দশটায় ফোন রান্নাঘরে চলে যায়। ঘুমানোর আগে সে শেষ তিনটি সূরা পড়ে। তবু ছোট কণ্ঠটা শুরু হলে বলে: আউযু বিল্লাহ। প্রথম রাতগুলো কঠিন। দুই সপ্তাহ পর সে ভালো ঘুমায়। আদমকে বলে: “কাজ করছে।” আদম বলে: “শুধু সূরা নয়। তোমার পরিকল্পনাও। যে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।”

☆ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও এবং ভালো পরিকল্পনা করো।

পরিকল্পনা = আগে থেকে ঠিক করা কীভাবে করবে · **আউযু বিল্লাহ** = আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই

💬 **চলো কথা বলি:** কোন ছোট কণ্ঠ তুমি মাঝে মাঝে শোনো? তাকে চুপ করাতে কী সাহায্য করতে পারে?

💡 তুমি কি জানো? – আন-নাস

- নাস কুরআনের শেষ সূরা, ১১৪ নম্বর।
- এই ছোট সূরায় নাস (মানুষ) শব্দটি পাঁচবার এসেছে।
- কুমন্ত্রণাদাতা জিন হতে পারে, আবার এমন মানুষও যে তোমাকে মন্দ করতে বলে।

📖 সূরা আন-নাস

সূরা 114 · 6 আয়াত · মাক্কি

1

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ

Qul a'udhu birabbin-naas

বলো: আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে,

2

مَلِكِ ٱلنَّاسِ

Malikin-naas

মানুষের অধিপতির কাছে,

3

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ

Ilaahin-naas

মানুষের উপাস্যের কাছে,

4

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ

Min sharril-waswaasil-khannaas

আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে,

5

ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ

Alladhi yuwaswisu fi sudurin-naas

যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

6

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

Minal-jinnati wan-naas

জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

আন-নাস

পাঠ 4 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. মাঝরাতে রায়ান কী করছে?

- ◯ পড়ছে
- ◯ ফোন চালাচ্ছে

2. আল-ওয়াসওয়াস মানে কী?

- ◯ বাদশাহ
- ◯ কুমন্ত্রণাদাতা

3. কুমন্ত্রণাদাতা কখন চুপ হয়?

- ◯ আল্লাহকে স্মরণ করলে
- ◯ গেম খেললে

4. দশটায় রায়ান ফোন কোথায় রাখে?

- ◯ বালিশের নিচে
- ◯ রান্নাঘরে

5. নাস কত নম্বর সূরা?

- ◯ ১
- ◯ ১১৪

6. কুমন্ত্রণা কোথা থেকে আসতে পারে?

- ◯ জিন ও মানুষ থেকে
- ◯ শুধু প্রাণী থেকে

☆ **মনে রাখো:** কুল আউযু বিরাব্বিন নাস: আমি মানুষের রবের কাছে আশ্রয় চাই।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. কুমন্ত্রণাদাতা কী? নিজের জীবন থেকে একটি উদাহরণ দাও।

2. তুমি যা বদলাতে চাও তার জন্য রায়ানের মতো একটি পরিকল্পনা করো।

খেলা

পাঠ 4 · আন-নাস

🔤 শব্দ খোঁজো

শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

A	O	P	L	A	O	S	N	H	R	B
Y	H	O	N	R	N	S	N	N	S	A
S	A	S	N	L	T	N	A	S	A	D
P	H	O	N	E	O	N	T	O	A	S
K	N	B	N	H	R	A	Y	A	N	H
O	N	N	M	S	N	N	R	M	D	A
N	D	W	H	S	Y	A	O	A	M	H
A	M	A	N	U	S	H	P	L	A	N
W	A	S	W	A	S	S	A	A	D	A
K	U	M	O	N	T	R	O	N	A	R
R	M	M	O	R	K	U	U	R	M	D

☐ KUMONTRONA ☐ BADSHAH ☐ MANUSH ☐ WASWAS ☐ RAYAN ☐ PHONE ☐ ONTOR ☐ ADAM ☐ PLAN ☐ NAS

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।





নাম: ..... তারিখ: .....

আল-কাওসার

পাঠ 5 · সূরা ১০৮ · প্রাচুর্য

📖 **গল্প: আল-কাওসার**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – উপহাস

সুফিয়ান তার বয়সের তুলনায় খাটো। ক্লাসে তাকে “পিচ্চি” ডাকে। সে-ও হাসে, কিন্তু বাড়িতে মন খারাপ থাকে। চাচা রশিদ খেয়াল করেন। জিজ্ঞেস করেন: “জানো, নবীকেও উপহাস করা হতো?” সুফিয়ান মুখ তোলে। “নবীকে? কেন?”

☆ নবীকেও উপহাস করা হয়েছিল।

উপহাস = কষ্ট দিতে কাউকে নিয়ে হাসা · **বয়স** = তোমার বয়স কত

অংশ 2 – আল্লাহর সান্ত্বনা

চাচা রশিদ বলেন। নবীর ছেলেরা ছোট থাকতেই মারা গিয়েছিল। মক্কার এক লোক ঠাট্টা করল: “সে নির্বংশ। মারা গেলে সবাই ভুলে যাবে।” নবী দুঃখ পেলেন। তখন সূরা কাওসার নাযিল হলো, কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা। আল্লাহ বলেন: আমি তোমাকে কাওসার দিয়েছি, অনেক কল্যাণ। তাই নামাজ পড়ো ও কোরবানি করো। যে তোমাকে ঘৃণা করে, সে-ই নির্বংশ। চাচা বলেন: “আর দেখো। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন তাঁর নাম নেয়। সেই লোককে কে মনে রেখেছে?”

☆ আল্লাহ নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন: অনেক কল্যাণ দিয়েছেন।

সান্ত্বনা = যে কথা দুঃখ কমায় · **নির্বংশ** = ভবিষ্যৎহীন

অংশ 3 – যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ

সুফিয়ান ভাবে। “তাহলে ওরা যা বলে তা ঠিক করে না আমি কে।” চাচা বলেন: “ঠিক। আল্লাহ তোমার অন্তর ও কাজ দেখেন।” পরদিন একটি ছেলে আবার “পিচ্চি” বলে। সুফিয়ান হাসে না। শান্তভাবে বলে: “আমার নাম সুফিয়ান।” চারপাশ চুপ হয়ে যায়। এক সপ্তাহ পরে আর কেউ তা বলে না।

☆ অন্যরা যা বলে তা ঠিক করে না তুমি কে।

ঠিক করা = নির্ধারণ করা · **কাজ** = তুমি যা করো

💬 **চলো কথা বলি:** কেউ তোমাকে উপহাস করলে কী করতে পারো? আর অন্য কাউকে উপহাস করা হলে?

💡 তুমি কি জানো? – আল-কাওসার

- কাওসার কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা: তিন আয়াত।
- কাওসার জান্নাতের একটি নদীর নামও, যা আল্লাহ নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- নবী বলেছেন: এর পানি দুধের চেয়ে সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি।

📖 সূরা আল-কাওসার

সূরা 108 · 3 আয়াত · মাক্কি

1

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ

Innaa a'taynaakal-kawthar

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওসার (অফুরন্ত কল্যাণ) দান করেছি।

2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

Fa salli lirabbika wanhar

অতএব তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ো এবং কোরবানি করো।

3

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

Inna shaani'aka huwal-abtar

নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ।

আল-কাওসার

পাঠ 5 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. ক্লাসে সুফিয়ানকে কী ডাকে?

- ◯ পিচ্চি
- ◯ দানব

2. সুফিয়ানকে কে সাহায্য করে?

- ◯ তার শিক্ষক
- ◯ চাচা রশিদ

3. এক লোক নবী সম্পর্কে কী বলেছিল?

- ◯ সে ধনী
- ◯ সে নির্বংশ

4. কাওসার মানে কী?

- ◯ অনেক কল্যাণ
- ◯ অল্প

5. কাওসারে কয়টি আয়াত?

- ◯ ছয়টি
- ◯ তিনটি

6. সুফিয়ান শান্তভাবে কী বলে?

- ◯ আমার নাম সুফিয়ান
- ◯ আমি পিচ্চি

☆ **মনে রাখো:** আল-কাওসার: আল্লাহ নবীকে অনেক কল্যাণ দিয়েছেন।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. আল্লাহ কীভাবে নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন?

.....

.....

2. যাকে উপহাস করা হচ্ছে তাকে তুমি কী বলবে?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 5 · আল-কাওসার

🔤 শব্দ খোঁজো

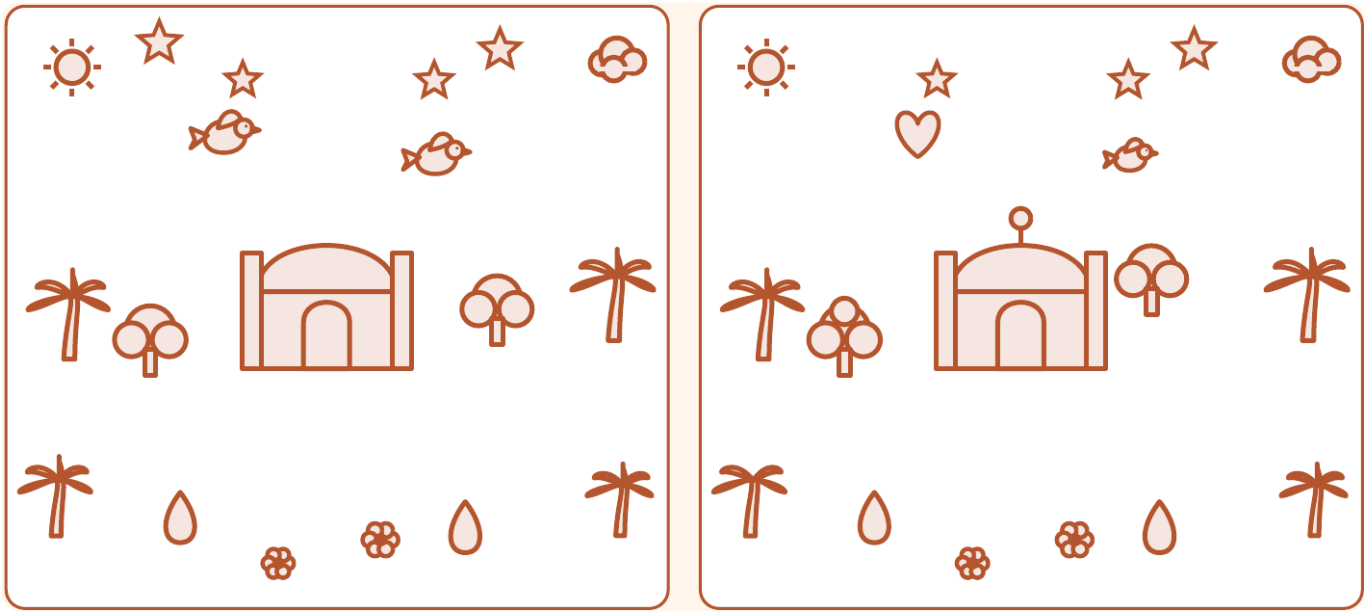
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

U	S	I	K	A	N	U	N	U	K	M
N	A	H	A	M	A	N	Q	M	I	O
O	N	C	W	I	M	S	U	N	B	D
A	T	S	S	R	A	U	R	O	I	H
I	O	F	A	N	Z	F	B	D	I	U
O	N	A	R	N	H	I	A	I	N	K
I	A	I	A	D	C	A	N	I	I	H
P	I	C	C	H	I	N	I	U	H	O
O	C	O	W	A	O	A	D	S	K	A
U	T	R	A	S	H	I	D	S	I	N
W	D	A	H	N	D	U	D	H	A	U

☐ SANTONA ☐ QURBANI ☐ KAWSAR ☐ SUFIAN ☐ RASHID ☐ PICCHI ☐ NAMAZ ☐ MODHU ☐ NODI ☐ DUDH

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আল-আসর

পাঠ 6 · সূরা ১০৩ · সময়

📖 **গল্প: আল-আসর**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – দিনে চার ঘণ্টা

ইনেস তার স্ক্রিন টাইম দেখে। দিনে চার ঘণ্টা বারো মিনিট। সে হিসাব করে: “এটা সপ্তাহে একটা কর্মদিবসের চেয়েও বেশি।” সে চমকে যায়। বান্ধবী দুআ হাসে। “সবাই তো এমন করে।” কিন্তু ইনেস ভাবতেই থাকে।

☆ তোমার সময় মূল্যবান: এটা আর কখনো ফেরে না।

স্ক্রিন টাইম = ফোন বা কম্পিউটারে কাটানো সময় · **মূল্যবান** = অনেক দামি

অংশ 2 – সময়ের শপথ

ধর্ম ক্লাসে করিম স্যার সূরা আসর পড়েন। “আল্লাহ সময়ের শপথ করেন। তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুর শপথই করেন। প্রত্যেক মানুষ ক্ষতিতে আছে, তবে তারা নয় যারা চারটি কাজ করে: ঈমান আনে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।” ইমাম শাফেয়ি বলেছেন: মানুষ যদি শুধু এই সূরা ভালো করে বুঝত, তা-ই যথেষ্ট হতো।

☆ যে ঈমান আনে, ভালো কাজ করে ও অন্যকে সাহায্য করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

শপথ = খুব গুরুত্ব দিয়ে কিছু বলা · **ধৈর্য** = শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারা

অংশ 3 – একে অপরকে সাহায্য

ইনেস তার অ্যাপগুলোতে সীমা ঠিক করে: দিনে দুই ঘণ্টা। বাকি সময়ে সে ছোট ভাইকে পড়তে সাহায্য করে। দুআকে সূরার কথা বলে। “একে অপরকে উপদেশ দাও। তাই তোমাকেও বলছি।” দুআ চোখ ঘোরায়, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে সে-ও সীমা ঠিক করে।

☆ একে অপরকে ভালোর উপদেশ দাও, ধৈর্যের সাথে।

সীমা = যে রেখা পার হও না · **উপদেশ** = কিছু ভালো বলে পরামর্শ

💬 **চলো কথা বলি:** কীসে তুমি অনেক সময় নষ্ট করো? দিনে এক ঘণ্টা বেশি পেলে কী করতে?

💡 **তুমি কি জানো? – আল-আসর**

- আসর মানে সময়, আবার বিকেলও। আসরের নামাজের নামও তাই।
- নবীর সাহাবিরা বিদায়ের সময় প্রায়ই একে অপরকে সূরা আসর শোনাতেন।
- সূরাটি চারটি জিনিসের কথা বলে: ঈমান, সৎকাজ, সত্য ও ধৈর্য।

📖 সূরা আল-আসর

সূরা 103 · 3 আয়াত · মাক্কি

1

وَٱلْعَصْرِ

Wal-‘asr

সময়ের শপথ,

2

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ

Innal-insaana lafi khusr

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে,

3

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ

Illal-ladhina aamanu wa ‘amilus-saalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr

তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

আল-আসর

পাঠ 6 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. ইনেসের স্ক্রিন টাইম কত?

- ◯ চার ঘণ্টার বেশি
- ◯ দশ মিনিট

2. এই সূরায় আল্লাহ কীসের শপথ করেন?

- ◯ সমুদ্রের
- ◯ সময়ের

3. কে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না?

- ◯ যে অনেক ঘুমায়
- ◯ যে ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে

4. ইনেস কী সীমা ঠিক করে?

- ◯ দিনে দুই ঘণ্টা
- ◯ দিনে ছয় ঘণ্টা

5. ইনেস কাকে পড়তে সাহায্য করে?

- ◯ নানিকে
- ◯ ছোট ভাইকে

6. বিদায়ের সময় সাহাবিরা কী পড়তেন?

- ◯ আল-ফিল
- ◯ আল-আসর

☆ **মনে রাখো:** ঈমান, সৎকাজ, সত্য ও ধৈর্য: এভাবেই সময়কে কাজে লাগাও।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. কোন চারটি জিনিস তোমাকে ক্ষতি থেকে বাঁচায়?

2. কীভাবে তুমি সময়কে আরও ভালো কাজে লাগাতে পারো?

খেলা

পাঠ 6 · আল-আসর

🔤 শব্দ খোঁজো

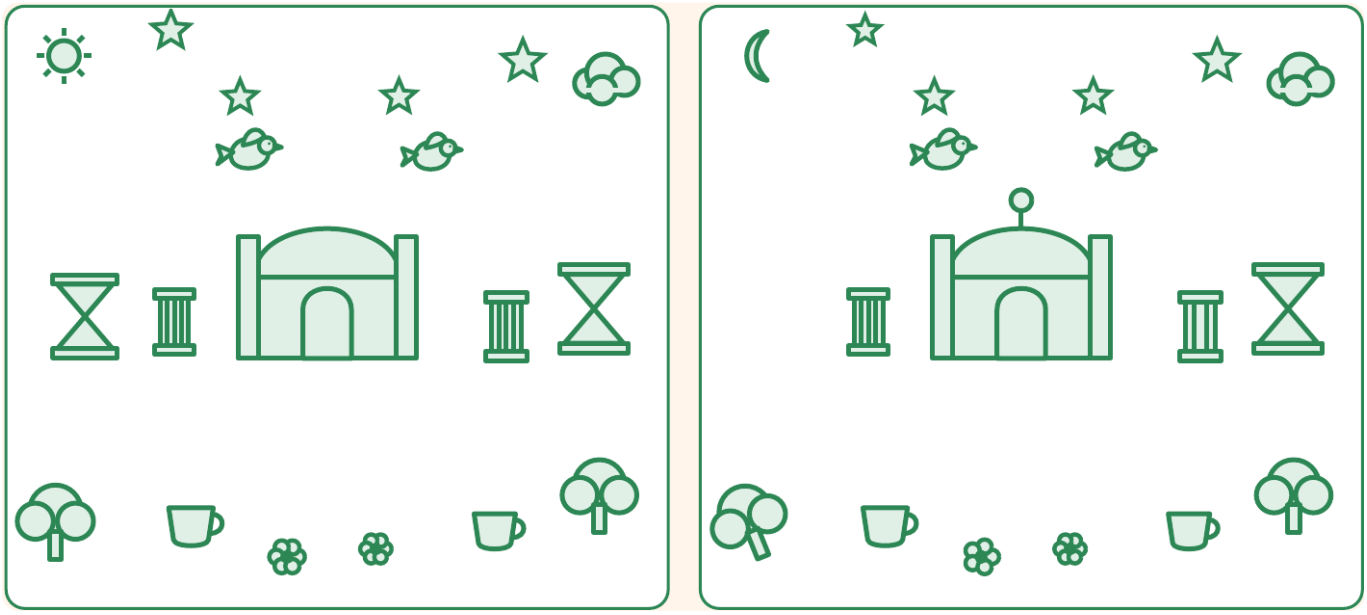
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

U	R	H	A	R	O	I	N	S	J	D
R	C	I	S	S	K	H	O	T	I	H
O	I	I	R	N	O	O	A	J	H	O
D	E	D	J	S	O	T	T	O	H	I
A	A	I	K	D	I	A	N	S	S	R
T	A	O	M	O	D	U	A	S	K	J
I	Y	O	A	K	S	H	I	M	A	O
S	S	S	O	M	O	Y	A	E	R	E
A	T	U	A	E	O	S	M	O	I	T
M	I	T	S	M	M	R	N	A	M	K
N	S	C	R	E	E	N	I	N	E	S

☐ DHOIRJO ☐ SCREEN ☐ SOMOY ☐ SOTTO ☐ SHIMA ☐ KHOTI ☐ KARIM ☐ INES ☐ ASR ☐ DUA

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আল-কাফিরুন

পাঠ 7 · সূরা ১০৯ · স্পষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল

📖 **গল্প: আল-কাফিরুন**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – বড়দিনের মেলা

মেহদির ক্লাস গেন্টের বড়দিনের মেলায় যায়। বন্ধু লার্স বলে: “চলো, গির্জায় একসাথে একটা মোমবাতি জ্বালাই। শুধু পরিবেশের জন্য।” মেহদি দ্বিধা করে। সে অভদ্র হতে চায় না। কিন্তু মনে হয় এটা তার জন্য ঠিক নয়।

☆ কখনো কখনো ভদ্রভাবে না বলতে হয়।

বড়দিনের মেলা = ডিসেম্বরের দোকানপাটসহ মেলা · **অভদ্র** = অসৌজন্যমূলক

অংশ 2 – মক্কায় একটি প্রস্তাব

মেহদি সূরা কাফিরুন সম্পর্কে যা শিখেছে তা ভাবে। মক্কায় কিছু নেতা নবীকে প্রস্তাব দিয়েছিল: “তুমি এক বছর আমাদের দেবতাদের উপাসনা করো, আমরা এক বছর তোমার রবের উপাসনা করব।” তখন এই সূরা নাযিল হলো। উত্তর ছিল স্পষ্ট: তোমরা যার উপাসনা করো, আমি তার উপাসনা করি না। তবে ঝগড়া ছাড়াই: তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।

☆ লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন: তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।

প্রস্তাব = কাউকে দেওয়া একটি ভাবনা · **দ্বীন** = ধর্ম

অংশ 3 – বন্ধু থাকা

মেহদি লার্সকে বলে: “দেখার জন্য ভেতরে যাব, কিন্তু মোমবাতি জ্বালাব না। এটা আমার বিশ্বাসের অংশ নয়।” লার্স কাঁধ ঝাঁকায়। “ঠিক আছে, সমস্যা নেই।” পরে তারা একসাথে গরম চকলেট খায়। মেহদি ভাবে: স্পষ্ট থেকেও বন্ধু থাকা যায়।

☆ ঈমানে স্পষ্ট এবং সবার প্রতি সদয়।

স্পষ্ট = যাতে সবাই বোঝে · **শ্রদ্ধা** = কাউকে যেমন আছে তেমন মূল্য দেওয়া

💬 **চলো কথা বলি:** বন্ধুকে কষ্ট না দিয়ে কীভাবে না বলা যায়?

💡 তুমি কি জানো? – আল-কাফিরুন

- নবী প্রায়ই ফজরের আগের দুই রাকাতে কাফিরুন ও ইখলাস পড়তেন।
- তিনি বলেছেন কাফিরুন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান।
- ইসলামে কাউকে জোর করে বিশ্বাস করানো যায় না (কুরআন ২:২৫৬)।

📖 সূরা আল-কাফিরুন

সূরা 109 · 6 আয়াত · মাক্কি

1

قُلْ يٰٓأَيُّهَا ٱلْكٰفِرُونَ

Qul yaa ayyuhal-kaafirun

বলো: হে অবিশ্বাসীরা,

2

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Laa a'budu maa ta'budun

আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো,

3

وَلَآ أَنتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ

Wa laa antum 'aabiduna maa a'bud

আর তোমরা তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি,

4

وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

Wa laa ana 'aabidum-maa 'abadttum

আর আমি তার ইবাদতকারী হব না যার ইবাদত তোমরা করেছ,

5

وَلَآ أَنتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ

Wa laa antum 'aabiduna maa a'bud

আর তোমরা তার ইবাদতকারী হবে না যার ইবাদত আমি করি।

6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

Lakum dinukum wa liya din

তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

আল-কাফিরুন

পাঠ 7 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. মেহদির ক্লাস কোথায় যায়?

- ◯ সমুদ্রতীরে
- ◯ বড়দিনের মেলায়

2. লার্স কী করতে বলে?

- ◯ পিৎজা খেতে
- ◯ মোমবাতি জ্বালাতে

3. মক্কার নেতারা কী প্রস্তাব দিয়েছিল?

- ◯ পালা করে একে অপরের দেবতার উপাসনা
- ◯ একসাথে ব্যবসা

4. লাকুম দ্বীনুকুম মানে কী?

- ◯ তোমাদের দ্বীন তোমাদের
- ◯ স্বাগতম

5. মেহদি ও লার্স পরে কী খায়?

- ◯ কোলা
- ◯ গরম চকলেট

6. এই সূরার মূল্য কত?

- ◯ পুরো কুরআন
- ◯ কুরআনের এক-চতুর্থাংশ

☆ **মনে রাখো:** ঈমানে স্পষ্ট, সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. কীভাবে ঈমানের ব্যাপারে স্পষ্ট থেকেও সদয় থাকা যায়?

2. তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার: এর মানে কী?

খেলা

পাঠ 7 · আল-কাফিরুন

🔤 শব্দ খোঁজো

শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

I	M	N	B	H	O	D	R	O	H	A
D	E	R	R	D	E	I	D	I	N	O
N	H	G	E	N	T	I	T	E	B	G
I	D	U	R	A	O	B	B	M	O	N
M	I	R	P	D	I	D	M	O	N	A
A	I	H	K	D	E	D	N	R	D	M
N	D	I	O	O	R	B	I	M	H	A
D	A	O	K	M	L	A	R	S	U	K
H	P	R	O	S	T	A	B	B	M	K
O	S	D	D	A	O	S	P	H	I	A
S	H	R	O	D	D	H	A	T	A	T

☐ SHRODDHA ☐ PROSTAB ☐ BHODRO ☐ BONDHU ☐ MEHDI ☐ MAKKA ☐ IMAN ☐ LARS ☐ GENT ☐ DIN

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আন-নাসর

পাঠ 8 · সূরা ১১০ · সাহায্য ও বিজয়

📖 **গল্প: আন-নাসর**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – চ্যাম্পিয়ন

ইয়াসিনের ফুটসাল দল ফাইনাল জেতে। সবাই লাফায় আর চিৎকার করে। ইয়াসিন জয়সূচক গোলটা করেছে। ফেরার বাসে এক সতীর্থ বলে: "তুমি না থাকলে আমরা হারতাম।" ইয়াসিন নিজেকে বড় মনে করে। হয়তো একটু বেশিই বড়।

☆ সাফল্যের পর মানুষ অহংকারী হয়ে উঠতে পারে।

ফাইনাল = শেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা · **অহংকারী** = নিজেকে অন্যদের চেয়ে ভালো মনে করে এমন

অংশ 2 – সবচেয়ে বড় বিজয়ের পর

বাড়িতে বাবা সূরা নাসরের কথা বলেন। বহু বছরের কষ্টের পর মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় ফিরল। মানুষ দলে দলে ইসলামে এল। নবী মাথা নত করে মক্কায় প্রবেশ করলেন, এত নিচু যে তাঁর দাড়ি প্রায় উটের পিঠ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সূরাটি বলে: যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে, তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।

☆ বিজয়ের পর: আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো এবং বিনয়ী থাকো।

শান্তিপূর্ণ = সহিংসতা ছাড়া · **বিনয়ী** = যে দেখানেপনা করে না

অংশ 3 – ধন্যবাদ

পরের অনুশীলনে ইয়াসিন দলকে বলে: "আমরা একসাথে জিতেছি। আমি গোল করেছি, কিন্তু নূহ পাস দিয়েছে আর ব্রাহিম সব আটকেছে।" কোচ অবাক হন। বাড়িতে ইয়াসিন বলে আলহামদুলিল্লাহ। নিজেকে ছোট মনে হয় না। বরং আরও ভালো লাগে।

☆ আলহামদুলিল্লাহ: সাফল্য আল্লাহর কাছ থেকে।

পাস = সতীর্থকে বল দেওয়া · **দল** = যারা একসাথে খেলে

💬 **চলো কথা বলি:** দেখানেপনা না করে কীভাবে সাফল্যে খুশি হওয়া যায়?

💡 তুমি কি জানো? – আন-নাসর

- নাসর শেষ দিকে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর একটি।
- ইবনে আব্বাস বুঝেছিলেন এই সূরা ইঙ্গিত দেয় নবীর জীবন প্রায় শেষ।
- এই সূরার পর নবী প্রায়ই বলতেন: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলি।

📖 সূরা আন-নাসর

সূরা 110 · 3 আয়াত · মাদানি

1

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ

Idhaa jaa'a nasrul-laahi wal-fath

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে,

2

وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا

Wa ra'aytan-naasa yadkhuluna fi dinil-laahi afwaajaa

এবং তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে,

3

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا

Fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kaana tawwaabaa

তখন তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

আন-নাসর

পাঠ 8 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. ইয়াসিন কোন খেলা খেলে?

- ◯ বাস্কেটবল
- ◯ ফুটসাল

2. বাসে ইয়াসিন কেমন বোধ করে?

- ◯ একটু বেশি বড়
- ◯ অসুস্থ

3. নবী কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করেন?

- ◯ হৈচৈ করে
- ◯ মাথা নত করে

4. বিজয়ের পর কী করা উচিত?

- ◯ দেখানেপনা
- ◯ আল্লাহর প্রশংসা ও ক্ষমা চাওয়া

5. কে পাস দিয়েছিল?

- ◯ নূহ
- ◯ ব্রাহিম

6. বাড়িতে ইয়াসিন কী বলে?

- ◯ আলহামদুলিল্লাহ
- ◯ কিছু না

☆ **মনে রাখো:** সাফল্যের পর: আল্লাহর শুকরিয়া, বিনয়ী থাকো।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. মহাবিজয়ের পর নবী কী করেছিলেন?

.....

.....

.....

2. কিছু জিতলে কীভাবে বিনয়ী থাকবে?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 8 · আন-নাসর

🔤 শব্দ খোঁজো

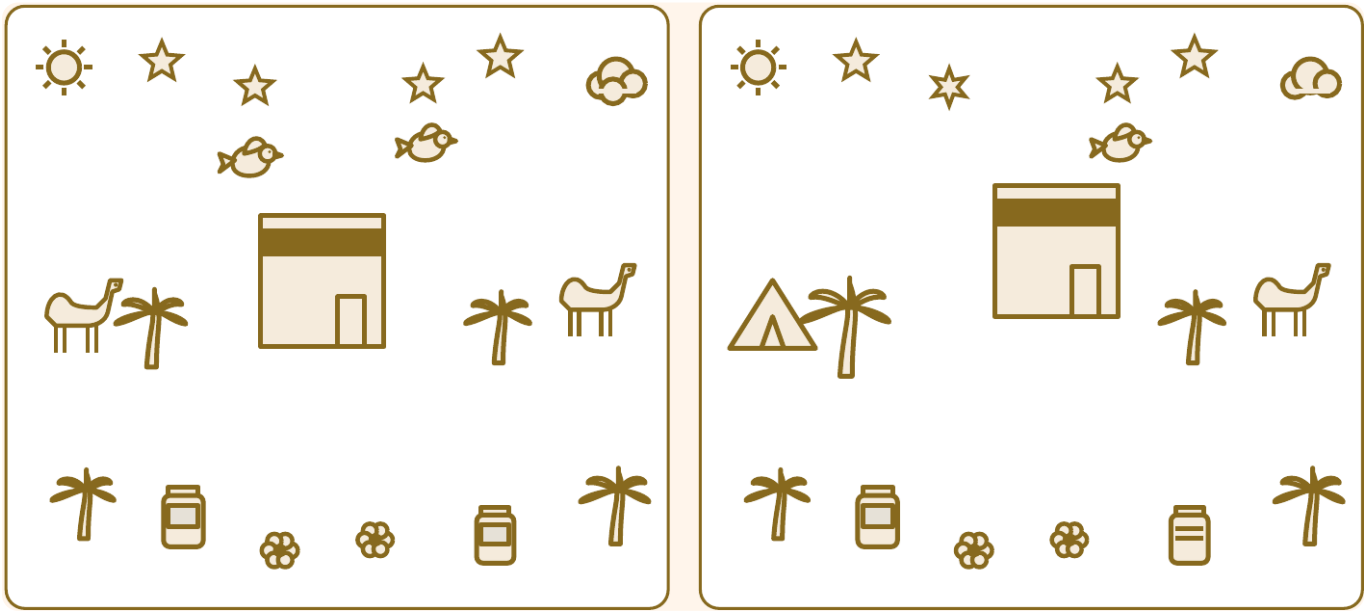
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

I	D	O	S	H	U	K	R	I	A	N
D	J	I	S	A	N	A	S	R	F	U
D	S	B	S	J	A	A	S	S	I	H
O	R	R	R	M	Y	A	S	I	N	S
L	K	A	H	A	S	U	I	A	A	M
K	A	H	K	H	U	A	S	L	L	A
H	H	I	K	I	N	R	N	H	S	I
O	Y	M	R	H	N	R	A	A	I	B
M	I	M	S	A	H	A	J	J	O	S
A	N	H	H	I	S	O	S	N	O	I
K	L	A	M	A	K	K	A	A	S	M

☐ SAHAJJO ☐ SHUKRIA ☐ BRAHIM ☐ YASIN ☐ FINAL ☐ MAKKA ☐ KHOMA ☐ NASR ☐ NUH ☐ DOL

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আল-ফিল

পাঠ 9 · সূরা ১০৫ · হাতি

📖 **গল্প: আল-ফিল**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – একটি তথ্যচিত্র

আদম ও তার চাচাতো ভাই হামজা হাতি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখছে। হামজা জিজ্ঞেস করে: “জানো, হাতি নামে একটা সূরা আছে?” আদম জানে না। হামজা শিক্ষকের শেখানো গল্পটা বলে।

☆ সূরা ফিল ইতিহাসের একটি সত্য ঘটনা বলে।

তথ্যচিত্র = সত্য বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র · **চাচাতো ভাই** = চাচার ছেলে

অংশ 2 – আবরাহার বাহিনী

নবীর জন্মের কিছু আগে ইয়েমেনের শক্তিশালী শাসক আবরাহা একটি বড় গির্জা বানাল। সে চাইল সবাই কাবার বদলে সেখানে যাক। কাবা ধ্বংস করতে সে বিশাল বাহিনী ও হাতি নিয়ে মক্কার দিকে এগোল। মক্কার লোকেরা পাহাড়ে পালিয়ে গেল। নবীর দাদা আবদুল মুত্তালিব বললেন: “এই ঘরের একজন রব আছেন, যিনি একে রক্ষা করবেন।”

☆ এই ঘরের একজন রব আছেন, যিনি একে রক্ষা করেন।

বাহিনী = সৈন্যদের বড় দল · **ধ্বংস করা** = পুরোপুরি ভেঙে ফেলা

অংশ 3 – পাখিরা

তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এল। তারা বাহিনীর ওপর পোড়া মাটির ছোট পাথর ছুড়ল। বাহিনী পরাজিত হলো, খাওয়া ভুসির মতো। হাতিটা মক্কার দিকে হাঁটতেও রাজি হলো না। সেই বছরকে বলে হাতির বছর। সেই বছর নবী জন্ম নেন। আদম বলে: “তাহলে আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই। হাতি নিয়েও না।”

☆ আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই।

ঝাঁক = পাখির বড় দল · **পোড়া মাটি** = যে মাটি দিয়ে হাঁড়ি বানায়

💬 **চলো কথা বলি:** এই গল্প ক্ষমতা ও আল্লাহর ওপর ভরসা সম্পর্কে তোমাকে কী শেখায়?

💡 তুমি কি জানো? – হাতির বছর

- হাতির বছর ছিল প্রায় ৫৭০ সাল। তখন নবী জন্ম নেন।
- বর্ণনা অনুযায়ী আবরাহার হাতির নাম ছিল মাহমুদ।
- আরবরা এই বছর দিয়ে অন্য ঘটনার সময় গুনত।

📖 সূরা আল-ফিল

সূরা 105 · 5 আয়াত · মাক্কি

1

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ

Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil-fil

তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কী করেছিলেন?

2

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ

Alam yaj'al kaydahum fi tadlil

তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি?

3

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

Wa arsala 'alayhim tayran abaabil

তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন,

4

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

Tarmihim bihijaaratim-min sijjil

যারা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল,

5

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

Faja'alahum ka'asfim-ma'kul

ফলে তিনি তাদের করে দিলেন খাওয়া ভুসির মতো।

আল-ফিল

পাঠ 9 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. আদম ও হামজা কী দেখছে?

- ◯ হাতির তথ্যচিত্র
- ◯ ফুটবল খেলা

2. আবরাহা কোথা থেকে এসেছিল?

- ◯ মিশর থেকে
- ◯ ইয়েমেন থেকে

3. আবরাহা কী ধ্বংস করতে চেয়েছিল?

- ◯ কাবা
- ◯ একটি সেতু

4. কে বলেছিলেন: এই ঘরের একজন রব আছেন?

- ◯ আবরাহা
- ◯ আবদুল মুত্তালিব

5. পাখিরা কী ছুড়েছিল?

- ◯ মাটির ছোট পাথর
- ◯ ফুল

6. সেই বছর কে জন্ম নেন?

- ◯ আবরাহা
- ◯ নবী

☆ **মনে রাখো:** আল্লাহ হাতির বাহিনী থেকে কাবা রক্ষা করেছেন।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. পাঁচটি বাক্যে হাতির গল্পটি বলো।

2. এই গল্প থেকে তুমি কী শেখো?

খেলা

পাঠ 9 · আল-ফিল

🔤 শব্দ খোঁজো

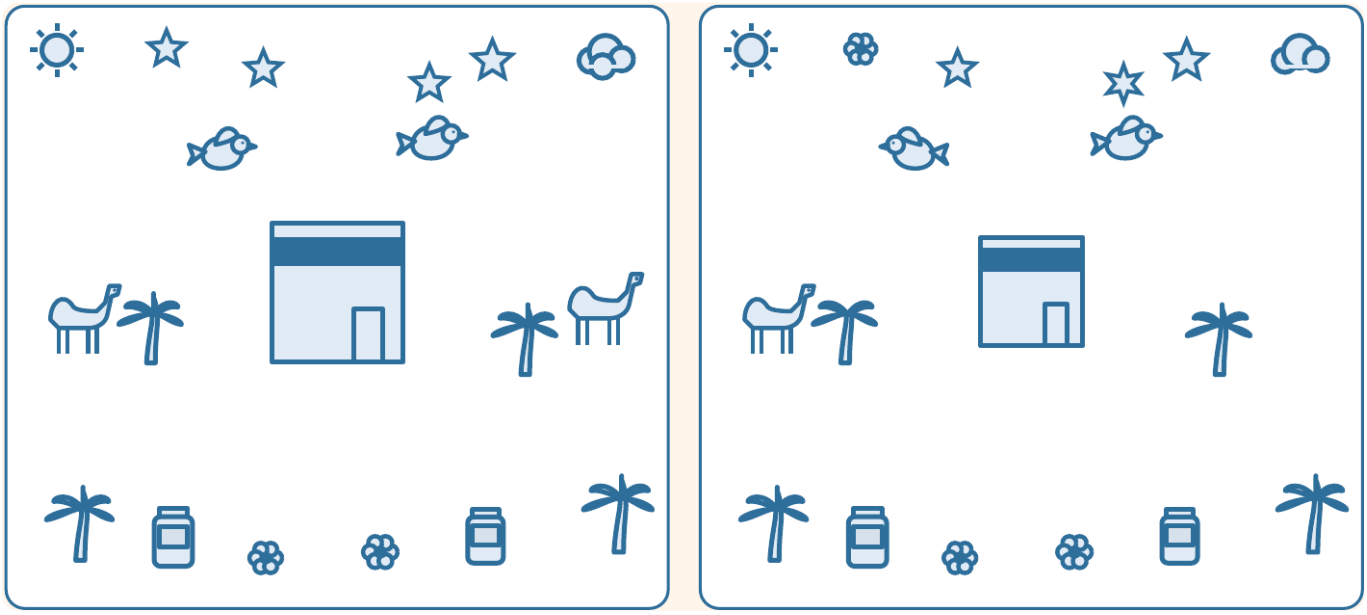
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

Z	A	H	E	A	D	A	H	F	P	A
K	A	B	A	M	I	P	I	M	A	H
F	P	A	T	H	O	R	H	I	E	M
B	M	H	T	L	F	A	A	A	N	H
Y	A	N	A	I	A	B	T	D	R	A
Y	H	A	A	I	K	H	I	A	P	A
B	A	H	I	N	I	R	M	M	A	B
A	M	A	I	Y	E	M	E	N	B	R
R	Z	B	A	A	F	I	L	T	H	A
I	A	A	T	A	P	A	I	I	H	H
I	P	A	K	H	I	H	D	H	Y	A

☐ ABRAHA ☐ BAHINI ☐ PATHOR ☐ PAKHI ☐ YEMEN ☐ HAMZA ☐ HATI ☐ KABA ☐ ADAM ☐ FIL

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

কুরাইশ

পাঠ 10 · সূরা ১০৬ · কৃতজ্ঞতা

📖 **গল্প: কুরাইশ**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – ভরা ফ্রিজ

সেলমা ফ্রিজ খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে: “খাওয়ার কিছুই নেই।” মা ফ্রিজে তাকান: দই, পনির, ডিম, সবজি, দুধ। জিজ্ঞেস করেন: “কিছুই নেই?” সেলমা একটু লাল হয়।

☆ আমাদের যে কত আছে, তা প্রায়ই ভুলে যাই।

ফ্রিজ = খাবার ঠান্ডা রাখার আলমারি · **দীর্ঘশ্বাস** = বিরক্ত হলে গভীর নিঃশ্বাস

অংশ 2 – কুরাইশের সফর

মা সূরা কুরাইশের কথা বলেন। কুরাইশ ছিল মক্কায় নবীর গোত্র। তারা ব্যবসায়ী ছিল। শীতে কাফেলা নিয়ে ইয়েমেনে যেত, গ্রীষ্মে শামে। পথে তারা নিরাপদ থাকত, কারণ কাবার পাশে বাস করত। আল্লাহ বলেন: তারা যেন এই ঘরের রবের ইবাদত করে, যিনি তাদের ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

☆ আল্লাহ ক্ষুধায় খাবার দেন, ভয়ে নিরাপত্তা দেন।

গোত্র = বড় পরিবার · **কাফেলা** = উটসহ যাত্রীদল

অংশ 3 – দুটি জিনিস

সেলমা ভাবে। খাবার আর নিরাপত্তা। দুটি জিনিস যা সে প্রতিদিন পায়। খবরে সে এমন শিশুদের দেখে যাদের দুটোর কোনোটাই নেই। সেই রাতে সে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ আর পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে। হাতখরচের কিছু টাকা খাদ্য সহায়তার তহবিলে দেয়।

☆ কৃতজ্ঞতা: খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ, পরে আলহামদুলিল্লাহ।

হাতখরচ = বাবা-মায়ের দেওয়া টাকা · **তহবিল** = ভালো কাজের জন্য টাকা সংগ্রহ

💬 **চলো কথা বলি:** আজ যে তিনটি জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ হতে পারো, সেগুলোর নাম বলো।

💡 তুমি কি জানো? – কুরাইশ

- কুরাইশ মক্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোত্র। নবী হাশিম বংশের ছিলেন।
- শাম হলো আজকের সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিন অঞ্চল।
- সূরা কুরাইশ ও সূরা ফিল একসাথে সম্পর্কিত: আল্লাহ কাবা রক্ষা করেছেন, তাই কুরাইশ নিরাপদ ছিল।

📖 সূরা কুরাইশ

সূরা 106 · 4 আয়াত · মাক্কি

1

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ

Li iilaafi quraysh

কুরাইশদের অভ্যাসের কারণে,

2

إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

Iilaafihim rihlatash-shitaa'i was-sayf

শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তাদের অভ্যাসের কারণে,

3

فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ

Falya'budu rabba haadhal-bayt

তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে,

4

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۢ

Alladhi at'amahum min ju'in wa aamanahum min khawf

যিনি তাদের ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

কুরাইশ

পাঠ 10 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. ফ্রিজের সামনে সেলমা কী বলে?

- ◯ কী ভোজ
- ◯ খাওয়ার কিছুই নেই

2. কুরাইশ কারা ছিল?

- ◯ নবীর গোত্র
- ◯ ইয়েমেনের বাহিনী

3. শীতে তারা কোথায় যেত?

- ◯ ইয়েমেনে
- ◯ শামে

4. আল্লাহ তাদের কোন দুটি জিনিস দিয়েছিলেন?

- ◯ সোনা ও রুপা
- ◯ খাবার ও নিরাপত্তা

5. খাওয়ার পর সেলমা কী বলে?

- ◯ আলহামদুলিল্লাহ
- ◯ সালাম

6. সেলমা হাতখরচ কীসে দেয়?

- ◯ খাদ্য সহায়তায়
- ◯ একটি গেমে

☆ **মনে রাখো:** তোমার খাবার ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. আল্লাহ কুরাইশকে কোন দুটি উপহার দিয়েছিলেন?

.....

.....

.....

2. তুমি কীভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারো?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 10 · কুরাইশ

🔤 শব্দ খোঁজো

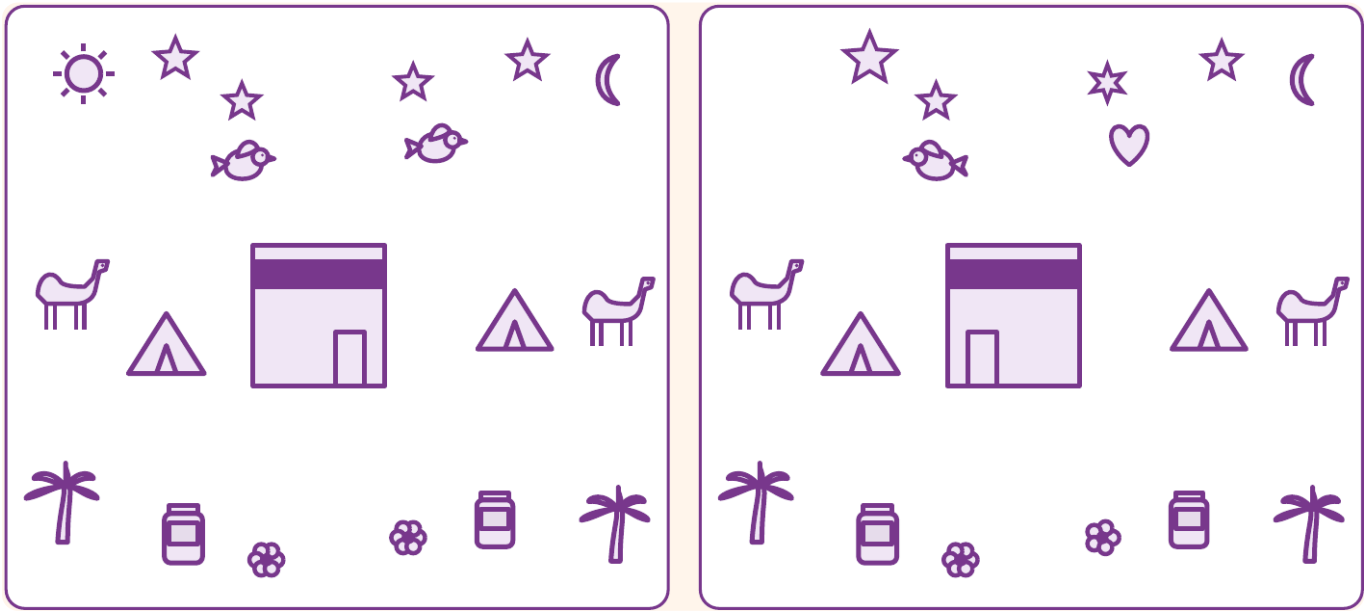
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

R	S	S	E	L	M	A	A	H	E	R
I	I	A	M	S	O	F	O	R	U	A
A	S	N	R	G	O	T	R	O	O	K
M	O	K	U	N	I	R	A	P	O	D
M	L	H	B	S	H	U	K	R	I	A
O	R	A	F	H	A	H	A	I	Q	O
I	I	B	A	A	O	A	U	P	H	E
K	R	A	Q	U	R	A	I	S	H	K
H	R	R	S	H	I	T	H	L	S	G
K	A	F	E	L	A	A	U	I	N	I
A	S	T	A	G	R	I	S	H	M	O

☐ QURAISH ☐ GRISHMO ☐ NIRAPOD ☐ SHUKRIA ☐ KHABAR ☐ KAFELA ☐ GOTRO ☐ SOFOR ☐ SELMA ☐ SHIT

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



নাম: ..... তারিখ: .....

আল-মাসাদ

পাঠ 11 · সূরা ১১১ · খেজুর আঁশের দড়ি

📖 **গল্প: আল-মাসাদ**

একসাথে, অংশ অংশ করে পড়ো।

অংশ 1 – ব্র্যান্ডের জামা

জাকারিয়ার একজন চাচাতো ভাই আছে, আনাস, যে সবসময় দেখানেপনা করে। নতুন স্নিকার্স, দামি জ্যাকেট, সর্বশেষ ফোন। বলে: "আমার বাবার টাকা আছে। আমার পড়াশোনার দরকার নেই।" জাকারিয়া মাঝে মাঝে তার পাশে নিজেকে ছোট মনে করে। বাড়িতে বাবাকে জিজ্ঞেস করে: "আনাস কি আমার চেয়ে ভালো?" বাবা হাসেন না। কুরআন হাতে নেন।

☆ টাকা মানুষকে ভালো বানায় না।

দেখানেপনা = নিজে কত ভালো বা ধনী তা দেখানো · **ব্র্যান্ডের জামা** = বিখ্যাত কোম্পানির দামি পোশাক

অংশ 2 – নবীর চাচা

বাবা সূরা মাসাদ পড়েন। "আবু লাহাব ছিল নবীর চাচা। সে ধনী আর মক্কায় খুব সম্মানিত ছিল। নবী যখন পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, আবু লাহাব চিৎকার করল: এজন্যই কি আমাদের ডেকেছ? সে আর তার স্ত্রী নবীকে অনেক কষ্ট দিত। তার স্ত্রী নবীর পথে কাঁটা বিছাত।" আল্লাহ বলেন: তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। বাবা বলেন: "নবীর আত্মীয় হওয়াও কাজে আসে না, যদি অন্তর ও কাজ খারাপ হয়।"

☆ সম্পদ ও পরিবার বাঁচাতে পারে না: তোমার কাজই আসল।

সম্মানিত = যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে · **কাঁটা** = গাছের ধারালো অংশ

অংশ 3 – যা আসল

জাকারিয়া ভাবে। তার ব্র্যান্ডের জামা নেই, কিন্তু সে মাকে সাহায্য করে, পড়াশোনা করে, নামাজ পড়ে। পরের বার আনাস দেখানেপনা করলে জাকারিয়া শান্তভাবে বলে: "সুন্দর জুতা। তবে আমি ডিপ্লোমা বেছে নেব।" আনাস হাসে, কিন্তু এক মাস পরে গণিতে জাকারিয়ার সাহায্য চায়।

☆ আল্লাহর কাছে তোমার অন্তর ও কাজই আসল।

ডিপ্লোমা = পাশের সনদ · **গণিত** = স্কুলে হিসাব

💬 **চলো কথা বলি:** কিছু মানুষ কেন মনে করে টাকা তাদের ভালো বানায়? তুমি কী ভাবো?

💡 তুমি কি জানো? – আল-মাসাদ

- সূরা মাসাদকে সূরা লাহাবও বলে। লাহাব মানে শিখা।
- আবু লাহাবের আসল নাম আবদুল উযযা। সে নবীর বাবার ভাই ছিল।
- অন্য চাচারা, যেমন হামজা ও আব্বাস, মুসলিম হয়েছিলেন এবং নবীকে সাহায্য করেছিলেন।

📖 সূরা আল-মাসাদ

সূরা 111 · 5 আয়াত · মাক্কি

1

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Tabbat yadaa abi lahabin wa tabb

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক!

2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Maa aghnaa ‘anhu maaluhu wa maa kasab

তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি।

3

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

Sa-yaslaa naaran dhaata lahab

শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে,

4

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Wamra’atuhu hammaalatal-hatab

আর তার স্ত্রীও, যে লাকড়ি বহন করে,

5

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

Fi jidihaa hablum-mim-masad

তার গলায় খেজুর আঁশের পাকানো দড়ি।

আল-মাসাদ

পাঠ 11 · প্রশ্ন ও লেখা

✔ প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দাও।

1. কে সবসময় দেখানেপনা করে?

- ◯ জাকারিয়া
- ◯ আনাস

2. আবু লাহাব কে ছিল?

- ◯ নবীর চাচা
- ◯ নবীর বন্ধু

3. তার স্ত্রী পথে কী বিছাত?

- ◯ ফুল
- ◯ কাঁটা

4. আবু লাহাবের কী কাজে আসেনি?

- ◯ তার সম্পদ
- ◯ তার নামাজ

5. লাহাব মানে কী?

- ◯ পানি
- ◯ শিখা

6. আনাস কীসে সাহায্য চায়?

- ◯ গণিতে
- ◯ ফুটবলে

☆ **মনে রাখো:** টাকা ও পরিবার বাঁচাতে পারে না: তোমার অন্তর ও কাজই আসল।

✍ ভাবো ও লেখো

কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।

1. আবু লাহাবের সম্পদ কেন তার কাজে আসেনি?

.....

.....

2. আল্লাহর কাছে আসলে কী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো?

.....

.....

.....

খেলা

পাঠ 11 · আল-মাসাদ

🔤 শব্দ খোঁজো

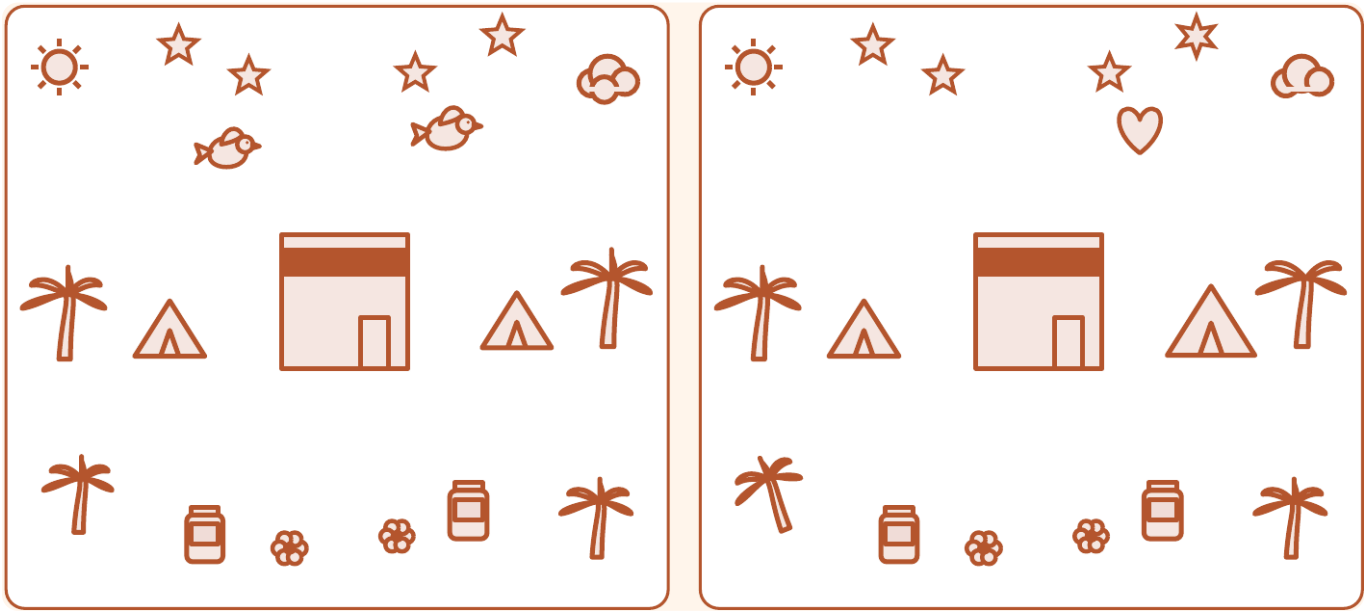
শব্দগুলো খুঁজে বের করো: বাঁ থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে।

O	S	O	M	P	O	D	A	Z	A	S
J	A	A	H	A	S	T	I	L	K	H
A	K	A	T	A	M	A	M	C	B	I
J	O	R	A	D	H	A	M	C	D	K
M	Z	A	K	A	R	I	A	H	O	H
A	A	N	O	P	A	B	K	A	R	A
S	A	A	T	A	A	I	B	C	I	C
A	A	N	O	I	C	K	A	H	K	L
D	C	S	A	I	A	A	Z	A	D	O
A	N	A	S	Z	P	J	A	A	J	M
H	D	L	A	H	A	B	B	S	S	A

☐ ZAKARIA ☐ SHIKHA ☐ SOMPOD ☐ CHACHA ☐ MASAD ☐ LAHAB ☐ DORI ☐ ANAS ☐ KATA ☐ KAJ

🔍 ৭টি পার্থক্য খোঁজো

কিছু নেই, বড়, ছোট, ঘোরানো বা সরানো।



শব্দতালিকা

অঙ্গীকার = নিশ্চিতভাবে কিছু করার কথা দেওয়া

অভদ্র = অসৌজন্যমূলক

অর্থ = কোনো কিছুর মানে

অহংকারী = নিজেকে অন্যদের চেয়ে ভালো মনে করে এমন

আউযু বিল্লাহ = আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই

আলোকিত = বাতি আছে এমন

ইন্টার্নশিপ = কর্মস্থলে শেখা

উপদেশ = কিছু ভালো বলে পরামর্শ

উপহাস = কষ্ট দিতে কাউকে নিয়ে হাসা

ওয়াসওয়াস = কুমন্ত্রণাদাতা

কল্পনা = মনে ছবি আঁকা

কাঁটা = গাছের ধারালো অংশ

কাগজ = লেখা ছোট টুকরো

কাজ = তুমি যা করো

কাফেলা = উটসহ যাত্রীদল

গণিত = স্কুলে হিসাব

গোত্র = বড় পরিবার

চাচাতো ভাই = চাচার ছেলে

ঝাঁক = পাখির বড় দল

ঠিক করা = নির্ধারণ করা

ডিপ্লোমা = পাশের সনদ

তথ্যচিত্র = সত্য বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র

তহবিল = ভালো কাজের জন্য টাকা সংগ্রহ

দল = যারা একসাথে খেলে

দীর্ঘশ্বাস = বিরক্ত হলে গভীর নিঃশ্বাস

দেখানেপনা = নিজে কত ভালো বা ধনী তা দেখানো

দ্বিধা = বলার আগে সংশয়

দ্বীন = ধর্ম

ধৈর্য = শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারা

ধ্বংস করা = পুরোপুরি ভেঙে ফেলা

নির্বংশ = ভবিষ্যৎহীন

পরিকল্পনা = আগে থেকে ঠিক করা কীভাবে করবে

পরিষ্কার = বোঝা সহজ

পরীক্ষা = স্কুলের ছোট যাচাই

পাস = সতীর্থকে বল দেওয়া

পোড়া মাটি = যে মাটি দিয়ে হাঁড়ি বানায়

প্রশংসা = কারও সম্পর্কে ভালো বলা

প্রস্তাব = কাউকে দেওয়া একটি ভাবনা

ফাইনাল = শেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা

ফিসফিস = খুব আস্তে কথা বলা

ফ্রিজ = খাবার ঠান্ডা রাখার আলমারি

বড়দিনের মেলা = ডিসেম্বরের দোকানপাটসহ মেলা

বয়স = তোমার বয়স কত

বর্ণনা = কিছু কেমন তা বলা

বাহিনী = সৈন্যদের বড় দল

বিনয়ী = যে দেখানেপনা করে না

বুদ্ধি = বিবেচনা করে ভাবা

ব্র্যান্ডের জামা = বিখ্যাত কোম্পানির দামি পোশাক

ভোর = সকালের প্রথম আলো

মাঝরাত = রাত বারোটা

মূল্যবান = অনেক দামি

লাইব্রেরি = বই ধার নেওয়ার জায়গা

শপথ = খুব গুরুত্ব দিয়ে কিছু বলা

শান্তিপূর্ণ = সহিংসতা ছাড়া

শ্রদ্ধা = কাউকে যেমন আছে তেমন মূল্য দেওয়া

সমতুল্য = সমান

সম্মানিত = যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে

সরল পথ = জীবনের সঠিক পথ

সান্ত্বনা = যে কথা দুঃখ কমায়

সিদ্ধান্ত = দুটির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া

সীমা = যে রেখা পার হও না

স্ক্রিন টাইম = ফোন বা কম্পিউটারে কাটানো সময়

স্পষ্ট = যাতে সবাই বোঝে

স্মরণ = কারও কথা ভাবা, নাম নেওয়া

হাতখরচ = বাবা-মায়ের দেওয়া টাকা

হিংসা = অন্যের কিছু থাকুক তা না চাওয়া